রমনার বর্ষবরণ উৎসব

৪৩ বছর ধরে চলছে ছায়ানটের এই সঙ্গীতানুষ্ঠান

সংস্কৃতি চর্চায় দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রকৃতিমুখী হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬১ সালে জন্ম নিয়েছে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। প্রথমে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হতো। প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর ১৩৭০ সনের (১৯৬৩) পহেলা বৈশাখ প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন'। সনজীদা খাতুনের উদ্যোগে পরের বছর ছায়ানট রমনার বটমূলে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেই থেকেই রমনা বটমূলে সাড়ম্বরে বাংলা নববর্ষ পালন শুরু। তখন থেকেই এটি ছায়ানটের নিয়মিত বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। ক্রমশ আরো কিছু দল ও গোষ্ঠীর অংশগ্রহণে বর্ণিল হয়ে ওঠে রমনার বৈশাখবরণ উৎসব। বিশেষ করে চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিল্পীদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এ আয়োজনকে করে তোলো আরো নয়নমনোহর ও গভীর আবেদনময়। প্রতিবছর এই দিনে রমনা উদ্যান, শহীদ মিনার, টিএসসি, চারুকলাসহ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিণত হয় বিশাল জনসমুদ্রে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলনেও পহেলা বৈশাখ অভূতপূর্ব অবদান রেখে আসছে। তৎকালীন আইয়ুব সরকার রবীন্দ্রসঙ্গীত তথা বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার বিরোধিতার প্রতিবাদস্বরূপই বৈশাখের প্রথম দিনে ছায়ানট রমনার বটমূলে নববর্ষ পালনের আয়োজন করে। প্রথম থেকেই এ আয়োজন বিপুল জনসমর্থন লাভ করে। এ আয়োজন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও বাঙালি চেতনাবোধ বৃদ্ধিতে অসম ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পহেলা বৈশাখ উদযাপন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলা নববর্ষবরণ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

সাইফ ইসলাম

চারুকলার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

চারুকলাসহ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিণত হয় বিশাল জনসমুদ্রে

যুবক ফোন
জনগণের ফোন